বিংশ অধ্যায়

বিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মহাপ্রভু-কর্তৃক মুরারিগুপ্তকে স্বপ্নে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-জ্ঞাপন, নির্বিশেষ-বাদ খণ্ডন, মুরারির স্বগৃহে মহাপ্রভুকে ভোগ প্রদান, মহাপ্রভুর তাহাতে অজীর্ণ ব্যাধি এবং মুরারির জলপানে নিরাময়তা, মহাপ্রভুর শ্রীবাসগৃহে চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ, মুরারির গরুড় ভাব ও মহাপ্রভুর মুরারি-স্কন্ধে আরোহণ, মুরারির দেহ-ত্যাগে সঙ্কল্প ও প্রভুর তন্নিবারণ, গ্রন্থকার কর্তৃক নিন্দক সন্ন্যাসীর সহিত বাটোয়ারের তুলনা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন মহাপ্রভুর শ্রীবাসগৃহে অবস্থান-কালে মুরারিগুপ্ত আসিয়া মহাপ্রভুকে প্রণাম পূর্বক নিত্যানন্দ-চরণে প্রণতঃ হইলে মহাপ্রভু মুরারিকে বলিলেন যে, তাঁহার ব্যবহার-ব্যতিক্রম হইয়াছে। তখন মুরারি তদ্বিষয়ে নিজ অজ্ঞতা প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে পরদিন সকলই জানিতে পারিবেন বলিয়া দিলেন। মুরারি গৃহে গমনপূর্বক রাত্রিতে স্বপ্নযোগে নিত্যানন্দকে সাক্ষাৎ হলধর মূর্তিতে এবং তাঁহারই পশ্চাতে ব্যজনরত বিশ্বম্ভরকে দর্শন করিলেন। মুরারি স্বপ্নে দুই জনের তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া পরদিন প্রভুস্থানে গমনপূর্বক প্রথমে নিত্যানন্দকে প্রণাম করিয়া গৌরসুন্দরকে প্রণাম করিলে মহাপ্রভুর তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মুরারি তদুত্তরে জানাইলেন যে, মহাপ্রভুই তাঁহার চিত্তে ঐরূপ ভাব প্রদান করিয়াছেন, যেহেতু তিনিই সকল জীবের নিয়ন্তা। মহাপ্রভু মুরারিকে জানাইলেন যে, মুরারি তাঁহার প্রিয় বলিয়াই তিনি তাঁহাকে নিজতত্ত্ব জ্ঞাপন করিলেন; অতঃপর মহাপ্রভু তাঁহাকে নিজ চর্বিত তাম্বূল প্রদান করিলে মুরারি সসম্ভ্রমে তাহা ভক্ষণ করিলেন। তৎপরে মহাপ্রভু মুরারিকে হস্ত প্রক্ষালন করিতে বলিলে মুরারি নিজ হস্ত মস্তকে প্রদান করিলেন। মহাপ্রভু তখন মুরারিকে স্মার্তবিচারে তাঁহার জাতিনাশের আশঙ্কা জ্ঞাপন করিয়া কাশীর নির্বিশেষবাদী প্রকাশানন্দের প্রতি উদ্দেশে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। মায়াবাদী শ্রীভগবদ্বিগ্রহে দেহ-দেহী-ভেদ আরোপ করে এবং নিজকে সেব্য প্রভু ভগবানের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করায় তাহার আত্মবিনাশের পথ প্রশস্ত হয় মাত্র।

অতঃপর মহাপ্রভু মুরারির প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে নিজ গৃহে গমন করিতে আদেশ করিলে মুরারি গৃহে গমনপূর্বক নিজ ভার্যার নিকট ভোজনের অভিপ্রায় জানাইলেন। তাঁহার পত্নী তাঁহার সম্মুখে অন্ন আনিয়া উপস্থিত করিলে তিনি পাত্র হইতে গ্রাস গ্রাস অন্ন লইয়া কৃষ্ণোদ্দেশে অর্পণ করতঃ ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রত্যুষে গৌরসুন্দর আসিয়া মুরারিকে বলিলেন যে, তাঁহার অন্ন ভক্ষণ করিয়া প্রভুর অজীর্ণ হইয়াছে এবং মুরারির জলপাত্র হইতে জল পান করিয়া তাহাতেই অজীর্ণোপশমের কথা জানাইলেন। মুরারি তাহা দেখিযা মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং মুরারির আত্মীয়-স্বজন সকলেই প্রেমে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসগৃহে হুঙ্কারপূর্বক চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করিয়া 'গরুড়' 'গরুড়' বলিয়া ডাকিতে থাকিলে মুরারি গরুড়-ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু-সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং নিজকে গরুড় বলিয়া পরিচয় দিলেন। তিনি যে প্রভুর দ্বাপরযুগীয় লীলায় গরুড়-রূপে প্রভুর সেবা করিয়াছেন, তাহাও জানাইয়া---নিজ স্কন্ধে আরোহণ করিতে

প্রভুকে অনুরোধ করিলেন। মহাপ্রভু গুপ্তের স্কন্ধে আরোহণ করিলে তিনি প্রভুকে লইয়া অঙ্গনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভক্তগণ জয়ধ্বনি করিলেন এবং মুরারির প্রতি প্রভুর কৃপা দর্শনে তাঁহার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

আর একদিন মুরারি গুপ্ত গৌরসুন্দরের লীলা-সঙ্গোপনের পূর্বেই নিজ দেহরক্ষার সঙ্কল্প করিয়া একখানি শানিত অস্ত্র নিজ গৃহে লুকাইয়া রাখিলেন। অন্তর্যামী মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া মুরারি-গৃহে আগমনপূর্বক গুপ্তকে তাহা করিতে নিষেধ করিলেন।

অতঃপর গ্রন্থকার চৈতন্য দাসগণের প্রশংসা ও নিন্দক সন্ন্যাসীর সাধুনিন্দা-জন্য অপরাধের শোচনীয় পরিণাম বর্ণনপূর্বক অধ্যায় সমাপ্ত করিয়াছেন। (গৌঃ ভাঃ)

শ্রীগৌরসুন্দরের জয়গান—

জয় জয় গৌরসিংহ শ্রীশচীকুমার।
জয় সর্বতাপহর চরণ তোমার।।১।।

জয় গদাধর-প্রাণনাথ মহাশয়।
কৃপা কর প্রভু যেন তোহে মন রয়।।২।।

ভক্তসঙ্গে গৌরচন্দ্রের বিবিধ কৌতুক—

হেন মতে ভক্ত-গোষ্ঠী ঠাকুর দেখিয়া।
নাচে, গায়, কান্দে, হাসে প্রেমপূর্ণ হৈয়া।।৩।।

এই মতে প্রতিদিনে অশেষ কৌতুক।
ভক্ত-সঙ্গে গৌরচন্দ্র করে নানারূপ।।৪।।

এক দিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
শ্রীনিবাসগৃহে বসি' আছে নানা-রঙ্গে।।৫।।

মুরারিগুপ্তের প্রভু-চরণে প্রণামানন্তর নিত্যানন্দকে প্রণাম—

আইলা মুরারি-গুপ্ত হেনই সময়।
প্রভুর চরণে দণ্ড-পরণাম হয়।।৬।।

শেষে নিত্যানন্দেরে করিয়া পরণাম।
সম্মুখে রহিলা গুপ্ত মহাজ্যোতির্ধাম।।৭।।

জগদ্গুরু-পূজার অগ্রে ভগবৎপূজায় প্রভুর প্রতিবাদ ও মুরারির উত্তর—

মুরারি গুপ্তেরে প্রভু বড় সুখী মনে।
অকপটে মুরারিরে কহেন আপনে।।৮।।

"যে করিলা মুরারি, না হয় ব্যবহার।
ব্যতিক্রম করিয়া করিলা নমস্কার।।৯।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

শ্রীগৌরসুন্দরের চরণ আশ্রয় করিলে জীবের সকল প্রকার আধ্যক্ষিক তাপ বিনষ্ট হয়। শ্রীগৌরসুন্দর কোন ঔপাধিক ব্যাপারের প্রশ্রয়দাতা নহেন তিনি জীবের স্বরূপোদ্বোধন করাইয়া তাঁহাকে সর্বপ্রকার জাগতিক তাপ হইতে বিমুক্ত করেন।।১।।

শ্রীগদাধরপণ্ডিত গোস্বামী মধুর রতির আশ্রয়ে সর্বতোভাবে কৃষ্ণসেবা করেন। অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগদাধরের হার্দ্দী চেষ্টার প্রভু।।২।।

শ্রীমুরারিগুপ্ত প্রথমে ভগবান্ গৌরসুন্দরকে নমস্কার করিয়া পরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভু এই নমস্কারের ক্রম-বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিয়া কহিলেন,----"বলদেবপ্রভুর জ্যেষ্ঠত্ব ও নিজের কনিষ্ঠত্ব বিষয়ে মুরারিগুপ্তের বিচার-ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষতঃ মুরারি শ্রীবলরামের উপাসক। সুতরাং অগ্রে শ্রীগুরুপূজা ও জগদ্গুরুপূজা না করিয়া ভগবৎপূজা করিলে ক্রমের ব্যাঘাত হয়।" চলিত ভাষায় বলে, "ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইতে নাই।" শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত ভগবৎসেবনের অধিকার কাহারও হয় না।।৬-৯।।

কোথা তুমি শিখাইবা, যে না ইহা জানে।
ব্যবহারে হেন ধর্ম তুমি লঙ্ঘ' কেনে?''১০।।
মুরারি বলয়ে,—''প্রভু জানিব কেমতে?
মোর চিত্ত তুমি লইয়াছ যেন-মতে।।''১১।।

প্রভুর মুরারিকে স্বপ্নকালে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব জ্ঞাপন—

প্রভু বলে,—''ভাল ভাল আজি যাহ ঘরে।
সকল জানিবা কালি বলিব তোমারে।।''১২।।
সম্ভ্রমে চলিলা গুপ্ত সভয় হরিষে।
শয়ন করিলা গিয়া আপনার বাসে।।১৩।।
স্বপ্নে দেখে—মহাভাগবতের প্রধান।
মল্লবেশে নিত্যানন্দ চলে আগুয়ান।।১৪।।
নিত্যানন্দ-শিরে দেখে মহা-নাগ-ফণা।
করে দেখে শ্রীহল-মুষল তান বানা।।১৫।।
নিত্যানন্দ-মূর্তি দেখে যেন হলধর।
শিরে পাখা ধরি' পাছে যায় বিশ্বম্ভর।।১৬।।
স্বপ্নে প্রভু হাসি কহে,—''জানিলা মুরারি।
আমি যে কনিষ্ঠ, মনে বুঝহ বিচারি।।''১৭।।
স্বপ্নে দুই প্রভু হাসে মুরারি দেখিয়া।
দুই ভাই মুরারিরে গেলা শিখাইয়া।।১৮।।

মুরারির চৈতন্য পাইয়া ক্রন্দন—

চৈতন্য পাইয়া গুপ্ত করয়ে ক্রন্দন।
'নিত্যানন্দ' বলি' শ্বাস ছাড়ে ঘন ঘন।।১৯।।
মহা-সতী মুরারি-গুপ্তের পতিব্রতা।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে হই' সচকিতা।।২০।।
'বড় ভাই নিত্যানন্দ' মুরারি জানিয়া।
চলিলা প্রভুর স্থানে আনন্দিত হইয়া।।২১।।

মুরারির অগ্রে জগদ্গুরু নিত্যানন্দকে প্রণামানন্তর গৌরসুন্দরকে প্রণাম ও প্রভুর জিজ্ঞাসা—

বসি' আছে মহাপ্রভু কমললোচন।
দক্ষিণে সে নিত্যানন্দ প্রসন্ন-বদন।।২২।।
আগে নিত্যানন্দের চরণে নমস্করি।'
পাছে বন্দে বিশ্বম্ভর-চরণ মুরারি।।২৩।।

মুরারির সদৃষ্টান্ত উত্তর—

হাসি' বলে বিশ্বম্ভর,—''মুরারি এ কেন''?
মুরারি বলয়ে,—''প্রভু লওয়াইলে যেন।।২৪।।
পবন-কারণে যেন শুষ্ক তৃণ চলে।
জীবের সকল ধর্ম তোর শক্তিবলে।।''২৫।।

প্রভুর প্রেষ্ঠজন-সমীপে নিজ রহস্য জ্ঞাপন—

প্রভু বলে,—''মুরারি, আমার প্রিয় তুমি।
অতএব তোমারে ভাঙ্গিল মর্ম আমি।।''২৬।।

গদাধরের প্রভুকে তাম্বূল প্রদান এবং প্রভু-কর্তৃক মুরারিকে তদুচ্ছিষ্ট দান—

কহে প্রভু নিজ তত্ত্ব মুরারির স্থানে।
যোগায় তাম্বূল প্রিয় গদাধর বামে।।২৭।।
প্রভু বলে,—''মোর দাস মুরারি প্রধান।
এত বলি' চর্বিত তাম্বূল কৈলা দান।।২৮।।
সম্ভ্রমে মুরারি যোড়হস্ত করি' লয়।
খাইয়া মুরারি মহানন্দে মত্ত হয়।।২৯।।

মুরারিকে হস্ত-প্রক্ষালনে প্রভুর আদেশ ও মুরারির নিজ হস্ত মস্তকে স্থাপন—

প্রভু বলে,—''মুরারি সকালে ধোও হাত।''
মুরারি তুলিয়া হস্ত দিলেক মাথাত।।৩০।।

প্রভু-কর্তৃক স্মার্তবিচারের দোহাই দিয়া মুরারির জাতি-নাশের আশঙ্কা জ্ঞাপন—

প্রভু বলে,—''আরে বেটা জাতি গেল তোর।
তোর অঙ্গে উচ্ছিষ্ট লাগিল সব মোর।।''৩১।।

নির্বিশেষবাদী সবিশেষবাদকে আক্রমণ করায় প্রভুর ক্রোধ—

বলিতে প্রভুর হইল ঈশ্বর আবেশ।
দন্ত কড়মড় করি' বলয়ে বিশেষ।।৩২।।

যেরূপ শুষ্ক ঘাস অপেক্ষাকৃত লঘু হওয়ায় বায়ু দ্বারা সহজেই বিচলিত হয়, সেইরূপ মূলাধার ভগবৎশক্তি জীবের সকল ধর্মের নিয়মন করিয়া থাকেন।।২৫।।

সকালে—কালবিলম্ব না করিয়া, অতিশীঘ্র।।৩০।।

"সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভাল মতে।।৩৩।।

কেবলাদ্বৈতবাদের বিচারে ভগবদ্‌বিগ্রহ না মানায়
প্রকাশানন্দের কুষ্ঠ রোগ—

পড়ায় বেদান্ত মোর বিগ্রহ না মানে।
কুষ্ঠ করাইলুঁ অঙ্গে তবু নাহি জানে।।৩৪।।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বৈসে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে? ৩৫।।

ব্রহ্মা শিবাদি-বন্দ্য শ্রীবিগ্রহকে অস্বীকার করায়
সর্বনাশ লাভ—

সত্য কহোঁ মুরারি আমার তুমি দাস।
যে না মানে মোর অঙ্গ, সেই যায় নাশ।।৩৬।।

স্মৃতিশাস্ত্রের বিচারানুসারে উচ্ছিষ্টভোজীর জাতিনাশ ঘটে।।৩১।।

কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ "জগৎ মিথ্যা, বৈকুণ্ঠে বৈচিত্র্য নাই, যাহা কিছু জাগতিক বিচিত্রতা, তাহা সকলই মিথ্যামাত্র, জীবের নিত্যস্বরূপ নাই, ভ্রান্তিবশে ব্রহ্মই আপনাকে জীবরূপে কল্পনা করেন। অজ্ঞান তিরোহিত হইলে নির্বিশেষ ব্রহ্মেরই অবস্থিতি থাকে শ্রীভগবানের চিন্ময় রূপ নাই, তাহার হেতু প্রদর্শনকল্পে রূপমানেই অচিজ্জগতে অবস্থিত হওয়ায় ভ্রান্তিমাত্র। রূপরহিত অবস্থাই নির্বিশেষ ব্রহ্মের নিত্য-স্থিতি। ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা প্রাপঞ্চিক বিচারোত্থ (ইংরাজী ভাষায় যাহাকে anthropomorphism বলে) বিবর্তাশ্রিত বিচারেরই অন্তর্গত। ভগবদ্বিগ্রহ বলিয়া কোন সেব্য পুরুষোত্তম নাই। সেব্য-সেবনধর্ম পার্থিব বিচারে প্রতিষ্ঠিত মাত্র। সবিশেষ সচ্চিদানন্দ ভগবান্ নির্বিশেষ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌----বিবর্তোত্থ বিচার-মাত্র। উপাসনা----অনিত্য। পুরুষোত্তমবাদের নির্বৈশিষ্ট্য বিচারই অজ্ঞানরাহিত্য।"----প্রভৃতি কেবলাদ্বৈতবাদিগণের বিচার। কাশীবাসী সন্ন্যাসীগণ পরমার্থ-বঞ্চিত হইয়া ভগবানের চিন্ময় অঙ্গের অস্তিত্ব খণ্ড খণ্ড করিয়া নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। এইরূপ সন্ন্যাসিগণের অগ্রণী প্রকাশানন্দ নামক জনৈক মায়াবাদী সন্ন্যাসী মহাপ্রভুর সমকালে সকল যতির মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহজগতে হিংসা-বৃত্তির প্রাবল্য হেতু নিত্য-সবিশেষবাদকে আক্রমণ করা নির্বিশেষবাদের প্রধান প্রচেষ্টা। শ্রীগৌরসুন্দরের ইহা অভিপ্রেত নহে।।৩৩।।

শ্রুতিসকলের বিভিন্নার্থ সম্ভবপর হওয়ায় বিভিন্ন রুচিবিশিষ্ট জনগণ নিজ নিজ সঙ্কীর্ণ বিচার-দ্বারা বিভিন্ন শ্রুতিমন্ত্রের পরস্পর বিবাদ লক্ষ্য করেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগের শাস্ত্র-বিবাদ প্রশমনার্থ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বাদরায়ণসূত্রের অবতারণা করেন। উহাই ভারতীয় পঞ্চ প্রকার ইতর দর্শন হইতে পৃথক্ হইয়া বেদান্তদর্শন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য---শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,---অদ্বয়জ্ঞান ভগবদ্‌বস্তুই ব্রহ্ম ও পরমাত্মনামে আর দুই শ্রেণীর ব্যক্তিগণের উপযোগী শব্দ দ্বারা সেই বস্তু-বিষয়ে পরিচয় লাভ করেন । কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই তিন প্রকার সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত বস্তুটি এক ও অদ্বিতীয়। যাঁহারা শব্দের বিদ্বদ্‌-রূঢ়িবৃত্তি অবজ্ঞা করিয়া অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তির আশ্রয় করেন, তাঁহাদের নিকটই ভগবদ্বস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা হইতে পৃথক্‌রূপে পরিলক্ষিত হন। এই শ্রেণীর ব্রহ্মসূত্র-ব্যাখ্যাতৃগণ ন্যূনাধিক কেবলাদ্বৈতমতবাদস্থাপনের জন্য বেদান্তের বৌদ্ধজনোচিত ব্যাখ্যা করিয়া বৌদ্ধতর্ক-দ্বারা হত হন মাত্র। প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ-বৈদান্তিকগণ আধ্যক্ষিক বিচার-প্রণালীতে অভ্যুন্নত হইয়া ভোগ্য জগতের কূযুক্তি সমূহে আবদ্ধ হন, ফলে নিজ গুরুত্ব ও প্রভুত্ব সংরক্ষণ-মানসে অকৃত্রিম শ্রীমদ্ভাগবত হইতে মতবৈষম্য প্রচার করেন। শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও শুদ্ধদ্বৈতবিচার পরিত্যাগ পূর্বক কেবলাদ্বৈতকে বেদান্তের তাৎপর্য বলিয়া প্রমাণ করিতে গিয়া যে অপরাধ সঞ্চয় করেন, সেই অপরাধের নামান্তর---ভগবদ্বিদ্বেষ---ভগবদ্‌বিগ্রহের বিঘাতন---ভগবদঙ্গে খড়্গাঘাত। চিন্ময় অঙ্গীর চিন্ময় অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করিবার প্রয়াস--নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এইজন্য প্রকাশানন্দ-নামক কাশীবাসী সর্বপ্রধান সন্ন্যাসীর নশ্বর শরীরে কুষ্ঠরোগের উৎপত্তি ভগবদঙ্গের প্রতি আক্রমণ করিলে আধ্যক্ষিক জ্ঞানীর স্থূল ও সূক্ষ্ম অঙ্গে কুষ্ঠরোগ দেখা দেয়। কুষ্ঠরোগিগণ ভগবদ্‌বিগ্রহ না মানায় সেরূপ অপরাধের ফল ভোগ করিতে থাকে। বিশ্ব---সত্য,---এই বিচার পরিহার করিয়া ও বিশ্বের অন্তর্গত জীব-শরীরের নশ্বরতা বিচার না করিয়া যাহারা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি-পরিণত জগৎকে মিথ্যামাত্র বলিয়া বিশ্বের অন্তর্গত জীব-শরীরও মিথ্যা নশ্বর, পরন্তু নশ্বর সত্য নহে প্রভৃতি বলিতে থাকে, তাহাদের অর্বাচীনতা, ধৃষ্টতা অপরাধের অন্তর্গত। অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির পরিণতিমাত্র। বহিরঙ্গা শক্তিতে

অজ-ভবানন্ত প্রভুর বিগ্রহ সে সেবে।
যে বিগ্রহ প্রাণ করি' পূজে সর্ব-দেবে।।৩৭।।
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ পরশে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে।।৩৮।।

ভগবান্ ও ভক্তের নিত্যত্ব—ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরবৈশিষ্ট্যের নিত্যত্ব—

সত্য সত্য করোঁ তোরে এই পরকাশ।
সত্য মুই, সত্য মোর দাস, তার দাস।।৩৯।।
সত্য মোর লীলা-কর্ম্ম, সত্য মোর স্থান।
ইহা মিথ্যা বলে, মোরে করে খান খান।।৪০।।

ভগবদ্গুণ-নাম-কীর্তি-শ্রবণে আধ্যক্ষিকতার বিনাশ—

যে যশঃ-শ্রবণে আদি অবিদ্যা-বিনাশ।
পাপী অধ্যাপকে বলে 'মিথ্যা সে বিলাস'।।৪১।।

ভগবল্লীলাদিতে অনাদরকারীর ভগবদবতার-বিষয়ে অজ্ঞতা—

যে যশঃ শ্রবণ-রসে শিব দিগম্বর।
যাহা গায় আপনে অনন্ত মহীধর।।৪২।।
যে যশঃ শ্রবণে শুক নারদাদি মত্ত।
চারিবেদে বাখানে যে যশের মহত্ত্ব।।৪৩।।
হেন পুণ্যকীর্তি প্রতি অনাদর যার।
সে কভু না জানে গুপ্ত মোর অবতার।।৪৪।।

খণ্ড কালের ক্রিয়া আহিত থাকায় নির্বোধ জনগণ আধ্যক্ষিক চেষ্টালব্ধ অজ্ঞানকে আশ্রয় করে। সেই মায়াবাদী প্রাপঞ্চিক বিশ্ব-শরীরকে আমার বহিরঙ্গা শক্তি-পরিণত শরীর মনে করে না; পরন্তু ভগবানের নিত্যবিগ্রহকে তাহাদের ফল্গু চিন্তাস্রোত-দ্বারা প্রকৃতি-প্রসূত সবিশিষ্ট ভাব মাত্র মনে করিয়া বিচার দৌর্বল্য প্রদর্শন করে। ভগবানের অন্তরঙ্গাশক্তি নিত্যকাল পূর্ণ চিন্ময়তা সংরক্ষণপূর্বক নিত্যানন্দে বিচরণ করেন। জড়-বিচিত্রতা-লোপকারী বুদ্ধি লইয়া চিদ্‌বৈচিত্র্য আক্রমণ---রাবণের মায়াসীতা-হরণের ন্যায় মিথ্যা চেষ্টা মাত্র। মায়াবাদী সর্বতোভাবে অপরাধী ও অভক্ত। তাহার ভক্তি-পথে বিচরণ কপটতা, অপরাধ মাত্রে পর্যবসিত হয়।।৩৪।।

শ্রীগৌরসুন্দর মুরারিকে বলিলেন,---"আমি পুরুষোত্তম বস্তু, তুমি আমার আশ্রিত দাস মাত্র। আমি আমার অন্তর এবং বাহ্য অঙ্গসমূহের অঙ্গী। বাহ্য অঙ্গগুলিকে যাহারা অন্তর-অঙ্গের সহিত সমপর্যায়ে গণনা করে, তাহারাই মায়ায় আবদ্ধ হইয়া আমার অন্তর-অঙ্গ 'বৈকুণ্ঠ' বুঝিতে পারে না। মায়াবাদী আমার শ্রীবিগ্রহে দেহ-দেহীভেদের আরোপ করে। মায়াবাদী যদিও বিচার-চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া মায়া-প্রসূত জগৎকে মিথ্যা বলে, তথাপি আত্মম্ভরিতাক্রমে নিজের বহিঃপ্রজ্ঞা চালনা করিয়াই অন্তঃপ্রজ্ঞাকে সমশ্রেণীস্থ মনে করে এবং নির্বাণ মুক্তির প্রয়াসী হয়। সেইরূপ চেষ্টা আত্মবিনাশের লক্ষণ মাত্র। কিন্তু নিজ দাস কখনও নিজ প্রভুর সহিত অভিন্ন হইতে চায় না। অভিন্ন হইবার প্রয়াসই আত্মবিনাশ মাত্র।।"৩৬।।

সর্বজীব বন্দ্য ব্রহ্মা শিব এবং অনন্তদেব শ্রীভগবানের বিগ্রহ-সেবা করিয়া থাকেন। সকল দেবতা সেই বিগ্রহকে প্রাণপণে পূজা করিয়া থাকেন। যাঁহারা পুরুষোত্তম শ্রীবিগ্রহের সেবা না করিয়া অমূর্তের কল্পনা করেন, তাঁহারা অজ-ভবানন্ত এবং অন্যান্য দেবতাকে লঙঘন করেন। যেসকল লোক নিজ স্থূল বিগ্রহের অথবা সূক্ষ্ম বিগ্রহের নশ্বর অভিমানে প্রমত্ত, তাঁহারা মনে করেন যে, সকল বিগ্রহের জনক বিগ্রহশূন্য হইয়া নির্বিশিষ্ট (?) কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে সেরূপ কল্পনা প্রকৃতিবাদী বা মায়াবাদীরই দাম্ভিকতা বা অজ্ঞতা মাত্র।।৩৭।।

মায়াবাদিসম্প্রদায় প্রপঞ্চ মিথ্যা বিচারপূর্বক পুণ্য, পবিত্রতা, সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠান প্রভৃতিকে পাপ, অপবিত্রতা, রজঃ-সত্ত্ব-তমোমিশ্র প্রভৃতি বলিয়া মনে করায় তাঁহাদের কাল্পনিক চিন্তাস্রোত বাস্তবসত্যের অনুসন্ধান হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু সর্বশক্তিমান্ ভগবান্ সকল সত্তার একমাত্র আধার। নিজ অঙ্গ ও অঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য বিদূরিত করিয়াই তাঁহার নিত্য অবস্থিতি----এ কথা যাঁহারা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব দর্শন করিয়া ভগবদ্দেহদেহিভেদের আরোপপূর্বক সত্য হইতে ভ্রষ্ট হন। অতিসাহস-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণই নিত্য চিদানন্দময় অধিষ্ঠানের বিগ্রহকে মিথ্যা বলিবার ধৃষ্টতা করিয়া থাকেন।।৩৮।।

ভগবানের প্রকাশসমূহ----নিত্য এবং মিথ্যা হইতে বিপরীতভাবে অবস্থিত। ভগবান্----সত্য, ভগবানের দাস্য-----সত্য, ভগবদ্দাসানুগত দাসসমূহ----সকলেই সত্য। ভগবান্ ও ভক্তে উপাধিগত নশ্বরতা আরোপ করিলে অবিকৃত আত্ম-পরমত্মের বিচার বিপদ্‌গ্রস্ত হয়। সংসার---অনিত্য, বাস্তব সত্য তাহাতে স্থান না পাইলেও সংসারঅতীত ভগবান্ ও ভক্ত নিত্য সত্য,---

প্রভুর মুরারিকে উপলক্ষ্য করিয়া নিজতত্ত্ব শিক্ষাদান—

গুপ্ত লক্ষ্যে সবারে শিখায় ভগবান্।
"সত্য মোর বিগ্রহ, সেবক, লীলা, স্থান।।"৪৫।।
আপনার তত্ত্ব প্রভু আপনে শিখায়।
ইহা যে না মানে, সে আপনে নাশ যায়।।৪৬।।
ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি বিশ্বম্ভর।
পুনঃ সে হইলা প্রভু অকিঞ্চনবর।।৪৭।।

প্রভুর বাহ্য-প্রাপ্তিতে তৃণাদপি শ্লোকের সুষ্ঠু আচরণ ও মুরারিকে আলিঙ্গনপূর্বক উক্তি—

'ভাই' বলি' মুরারিরে কৈলা আলিঙ্গন।
বড় স্নেহ করি' বলে সদয় বচন।।৪৮।।
"সত্য তুমি মুরারি আমার শুদ্ধ দাস।
তুমি সে জানিলা নিত্যানন্দের প্রকাশ।।৪৯।।

জগদ্গুরু-নিত্যানন্দ-বিদ্বেষী, প্রভুর কৃপা প্রাপ্তির অযোগ্য—

নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
দাস হইলেও সেই মোর প্রিয় নহে।।৫০।।

নিত্যানন্দ-প্রীতি-হেতু মুরারির প্রভু-কৃপাপ্রাপ্তি এবং মুরারির স্বরূপ-পরিচয়—

ঘরে যাহ গুপ্ত, তুমি আমারে কিনিলা।
নিত্যানন্দ-তত্ত্ব গুপ্ত তুমি সে জানিলা।।"৫১।।
হেন মতে মুরারি প্রভুর কৃপাপাত্র।
এ কৃপার পাত্র সবে হনুমান্-মাত্র।।৫২।।

এ বিষয়ে আর কিছু ভেদ নাই। তাঁহাদিগকে প্রপঞ্চের বস্তু-বিশেষ-জ্ঞানে যে বিচার উপস্থিত হয়, তাদৃশ মিথ্যা-স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহে অর্থাৎ উপাধিতে বস্তুজ্ঞান বা আমি-জ্ঞান বিবর্তের উদাহরণ মাত্র। কিন্তু আত্মাকে কখনই অনাত্ম বলিয়া ভ্রম হইতে পারে না।।৩৯।।

যদি কেহ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের অধিষ্ঠান 'কল্পিত' জ্ঞান করেন, ভগবানের লীলা-সমূহ অনিত্য মনে করেন, বৈকুণ্ঠাদির কাল্পনিকতা প্রচার করেন, তাহা হইলে সেই ভগবদ্বস্তুতে দেহদেহিবিচার, তদ্রূপবৈভবে প্রাপঞ্চিক খণ্ডিত বিচারের আরোপ করা হয় মাত্র। এই প্রকার ভগবদ্‌হিংসা যে সকল ব্রহ্মজ্ঞ-অভিমানী বা যোগিগণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভগবানের অখণ্ড বিচার হইতে----অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা হইতে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হইয়া আংশিক অনিত্য বিচারে প্রতিষ্ঠিত হন।।৪০।।

ভগবানের গুণ-নাম-কীর্তি শ্রবণ করিলে মানবের আধ্যক্ষিক বিচারের প্রণালী বিনষ্ট হয়। যে সকল ব্যক্তি প্রাপঞ্চিক বিচার লইয়া প্রত্যক্ষ প্রভৃতি অচিৎ সর্গের ব্যাপারের ফল্গুত্ব উপলব্ধি করত হরি-সম্বন্ধিনী লীলাকেও প্রাপঞ্চিক নশ্বর বস্তুর অকিঞ্চিৎকরতার সহিত সমজ্ঞান করেন, সেই সকল অভিজ্ঞ-অভিমানী মায়াপাশবদ্ধ অধ্যাপক নামধারী জনগণ পাপে প্রবৃত্ত হইয়া অপরাধ করেন।।৪১।।

যে ভাগবতশ্রবণরঙ্গে মহাদেব ভবানী-ভর্তৃত্ব প্রভৃতি অভিমান-বসন পরিত্যাগ করিয়া দিগ্‌বাস গ্রহণ করেন, যাঁহার নিত্যকীর্তি-সমূহ অনন্ত-শক্তিমান্ মহীধর অনন্তদেব নিরন্তর গান করেন, শুক, নারদ প্রভৃতি সংসার-মুক্ত মহাভাগবতগণ যাঁহার গুণগান শ্রবণে প্রাপঞ্চিক কঠিন বিধি প্রক্ষেপ করিয়া ভগবৎ-প্রেমে উন্মত্ত, চতুর্ধা বেদ যাঁহার যশের মহত্ত্ব বর্ণনে সর্বদা ব্যস্ত, সেই সকল গুরুবর্গের ও শুদ্ধ জ্ঞানের যাহারা বিরোধী, তাহারা কখনই প্রপঞ্চে ভগবদবতরণের বিষয় সুষ্ঠুরূপে বুঝিতে পারে না।।৪২-৪৪।।

মুরারিগুপ্তকে উদ্দেশ করিয়া ভগবান্ যে শিক্ষাদানলীলার অভিনয় করিলেন, তাহা গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য যাহার নাই, সে কখনই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না।।৪৬।।

যখনই শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রাপঞ্চিক সংস্থানের প্রতি লক্ষ্য করিলেন, তখনই তিনি প্রপঞ্চের সকল ঐশ্বর্য, মহত্ত্ব প্রভৃতি পরিহার পূর্বক তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহ্যগুণ-সম্পন্ন এবং নিজে অমানী ধর্ম প্রদর্শন করিয়া সকলকেই সম্মান প্রদান করিলেন----সেব্য-বিগ্রহের বিচারসমূহ পরিত্যাগপূর্বক সেবকের সুষ্ঠু বিচারে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।।৪৭।।

যে ব্যক্তি জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দের পাদপদ্মে গৌরববুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সমবুদ্ধি পূর্বক সেবাবৈষম্যে অবস্থিত হইলেন, তাঁহার সকল বিচার লুপ্ত হইল।।৫০।।

মুরারির ভাবাবেশে গৃহে গমন ও তদ্‌হৃদয়ে গৌর-নিত্যানন্দের বিশ্রাম—

আনন্দে মুরারি গুপ্ত ঘরেতে চলিলা।
নিত্যানন্দ সঙ্গে প্রভু হৃদয়ে রহিলা।।৫৩।।
অন্তরে বিহ্বল গুপ্ত চলে নিজ বাসে।
এক বলে, আর করে, খলখলী হাসে।।৫৪।।
পরম উল্লাসে বলে 'করিব ভোজন'।
পতিব্রতা অন্ন আনি' কৈল উপসন্ন।।৫৫।।

মুরারির পত্নীসমীপে অন্ন-প্রার্থনা ও ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে করিতে কৃষ্ণকে তাহা অর্পণ—

বিহ্বল মুরারি গুপ্ত চৈতন্যের রসে।
'খাও খাও' বলি' অন্ন ফেলে গ্রাসে গ্রাসে।।৫৬।।
ঘৃত মাখি' অন্ন সব পৃথিবীতে ফেলে।
'খাও খাও খাও কৃষ্ণ' এই বোল বলে।।৫৭।।

মুরারির ব্যবহারে তদীয় পত্নীর হাস্য ও মুরারিকে সতর্ক করণ—

হাসে পতিব্রতা দেখি' গুপ্তের ব্যাভার।
পুনঃ পুনঃ অন্ন আনি' দেয় বারে বার।।৫৮।।
'মহাভাগবত গুপ্ত' পতিব্রতা জানে।
'কৃষ্ণ' বলি' গুপ্তেরে করায় সাবধানে।।৫৯।।

ভক্ত প্রদত্ত অন্ন মহাপ্রভুর সাগ্রহে ভোজন—

মুরারি দিলে সে প্রভু করয়ে ভোজন।
কভু না লঙ্ঘয়ে প্রভু গুপ্তের বচন।।৬০।।
যত অন্ন দেয় গুপ্ত, তাই প্রভু খায়।
বিহানে আসিয়া প্রভু গুপ্তেরে জাগায়।।৬১।।

অজীর্ণের প্রতিকার-বাসনায় মহাপ্রভুর মুরারি-গৃহে আগমন ও আসন গ্রহণ—

বসিয়া আছেন গুপ্ত কৃষ্ণনামানন্দে।
হেনকালে প্রভু আইলা, দেখি' গুপ্ত বন্দে'।।৬২।।
পরম আদরে গুপ্ত দিলেন আসন।
বসিলেন জগন্নাথ-মিশ্রের নন্দন।।৬৩।।

গুপ্তের অজীর্ণ-কারণ জিজ্ঞাসা ও প্রভুর উত্তর-প্রদান—

গুপ্ত বলে,—"প্রভু কেনে হৈল আগমন?"
প্রভু বলে—"আইলাম চিকিৎসা-কারণ।।"৬৪।।
গুপ্ত বলে,—"কহিবে কি অজীর্ণ-কারণ?
কোন্ কোন্ দ্রব্য কালি করিলা ভোজন?"৬৫।।
প্রভু বলে,—"আরে বেটা জানিবি কেমনে?
'খাও খাও' বলি' অন্ন ফেলিলি যখনে।।৬৬।।
তুই পাসরিলি' তোর পত্নী সব জানে।
তুই দিলি, মুঞি বা না খাইব কেমনে? ৬৭।।
কি লাগি' চিকিৎসা কর অন্য বা পাঁচন।
অজীর্ণ মোহর তোর অন্নের কারণ।।৬৮।।

জলপানে অজীর্ণ-বিনাশ—

জল-পানে অজীর্ণ করিতে নারে বল।
তোর অন্নে অজীর্ণ, ঔষধ—তোর জল।।"৬৯।।

শ্রীমহাপ্রভু মুরারিকে বিদায় দিবার কালে বলিলেন,—"তুমি শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়াছ।" স্বয়ংরূপ ভগবান্ তাঁহার প্রকাশস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি মুরারিগুপ্তের দৃঢ় প্রণয় লক্ষ্য করিয়া শ্রীমুরারিগুপ্তকে হনুমান-স্বরূপ বলিয়া জানিতে পারিলেন। দাস রসে বিশেষ অনুরাগের সহিত ভজনশীল দেখিয়া শ্রীমুরারিগুপ্তের রাম লীলার স্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের দৃষ্টিগোচর হইল। সুতরাং মুরারি নিত্যানন্দ-প্রীতি-জন্য মহাপ্রভুর কৃপা-পাত্র হইলেন।।৫১।।

মুরারিগুপ্ত মহাপ্রভুর কৃপা পাইয়া গৃহে গেলেন। তাঁহার হৃদয়ে গৌর-নিত্যানন্দ বিরাজমান রহিলেন। "ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম"—এই বাক্যের সার্থকতা এখানে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।।৫৩।।

গুপ্ত নিজ-গৃহে গিয়া পত্নীর পাচিত অন্ন মুষ্টি মুষ্টি করিয়া গৃহে ছড়াইতে ছড়াইতে উহা কৃষ্ণকে নিবেদন করিলেন। প্রচুর পরিমাণে এই প্রকার অন্ন নিবেদিত হইল। মুরারি প্রদত্ত অন্ন মহাপ্রভু পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। ভক্ত আগ্রহ করিয়া সেবা করিতেছেন, ভগবান্ সেবা-বাধ্য হইয়া সেইগুলি গ্রহণ করেন।।৫৪-৬০।।

অতি প্রত্যূষে অজীর্ণের প্রতিকার-বাসনায় শ্রীগৌরসুন্দর মুরারির গৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন মুরারি প্রকাশ্যভাবে অজীর্ণ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।।৬১-৬৫।।

প্রভু-কর্তৃক মুরারির জলপাত্রের জলপান, তাহাতে মুরারির চেতন-রাহিত্য ও তদ্গোষ্ঠীর ক্রন্দন—

এত বলি' ধরি' মুরারির জলপাত্র।
জল পিয়ে' প্রভু ভক্তিরসে পূর্ণমাত্র।।৭০।।
কৃপা দেখি' মুরারি হইলা অচেতন।
মহা–প্রেমে গুপ্তগোষ্ঠী করয়ে ক্রন্দন।।৭১।।
হেন প্রভু, হেন ভক্তিযোগ, হেন দাস।
চৈতন্য-প্রসাদে হৈল ভক্তির প্রকাশ।।৭২।।

নদীয়ার আধ্যক্ষিক পণ্ডিতগণাপেক্ষা মুরারি-ভৃত্যগণের সৌভাগ্য—

মুরারি গুপ্তের দাসে যে প্রসাদ পাইল।
সেই নদীয়ায় ভট্টাচার্য না দেখিল।।৭৩।।

বিদ্যাধন-প্রতিষ্ঠায় ভগবৎকৃপা-লাভে অযোগ্যতা, কেবল ভক্তকৃপায় ভগবৎপ্রসাদ লাভ—

বিদ্যা-ধন-প্রতিষ্ঠায় কিছুই না করে।
বৈষ্ণবের প্রসাদে সে ভক্তিফল ধরে।।৭৪।।
যে সে কেনে নহে বৈষ্ণবের দাসী-দাস।
'সর্বোত্তম সেই'—এই বেদের প্রকাশ।।৭৫।।
এই মত মুরারিরে প্রতি-দিনে-দিনে।
কৃপা করে মহাপ্রভু আপনা-আপনে।।৭৬।।
শুন শুন মুরারির অদ্ভুত আখ্যান।
শুনিলে মুরারি-কথা পাই ভক্তিদান।।৭৭।।

প্রভুর শ্রীবাসগৃহে চতুর্ভুজ-মূর্তি ধারণ ও গরুড়কে আহ্বান—

একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস-মন্দিরে।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু নিজ মূর্তি ধরে।।৭৮।।
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম শোভে চারি কর।
'গরুড়' 'গরুড়' বলি' ডাকে বিশ্বম্ভর।।৭৯।।

মুরারির শ্রীবাসমন্দিরে আগমন ও তদ্দেহে গরুড়-ভাব—

হেনই সময়ে গুপ্ত আবিষ্ট হইয়া।
শ্রীবাস-মন্দিরে আইলা হুঙ্কার করিয়া।।৮০।।

প্রভুর গরুড়াহ্বানে মুরারির গরুড়োচিত কৈঙ্কর্যের উদয়—

গুপ্ত-দেহে হৈল মহা-বৈনতেয় ভাব।
গুপ্ত বলে,—"মুঞি সেই গরুড় মহা-ভাব।।"৮১।।
গরুড় গরুড় বলি' ডাকে বিশ্বম্ভর।
গুপ্ত বলে,—"এই মুঞি তোমার কিঙ্কর।।"৮২।।

প্রভুর মুরারিকে বাহনরূপে অঙ্গীকার ও মুরারির অনুমোদন—

প্রভু বলে,—"বেটা তুই আমার বাহন।"
'হয় হয়' হেন গুপ্ত বলয়ে বচন।।৮৩।।

কৃষ্ণলীলায় গুপ্তের প্রভু-কৈঙ্কর্য—

গুপ্ত বলে,–"পাসরিলা তোমারে লইয়া।
স্বর্গ হৈতে পারিজাত আনিলুঁ বহিয়া।।৮৪।।
পাসরিলা তোমা' লঞা গেলুঁ বাণপুরে।
খণ্ড খণ্ড কৈলুঁ মুঞি স্কন্দের ময়ূরে।।৮৫।।

মুরারি গুপ্তের আত্মীয়-স্বজন শ্রীমহাপ্রভুকে জল পান করিতে দেখিয়া প্রেমভরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।।৭১।।

শ্রীমুরারির গৃহের ভৃত্যগণ যে অনুগ্রহ লাভ করিল, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণও সে সৌভাগ্যের অধিকারী হইলেন না। গুপ্তগৃহের দাসগণের ভাগ্যে যে প্রসাদ-লাভ ঘটিল, তাহার দর্শন-সৌভাগ্যও যোগ্যাভিমানি ব্যক্তিগণ পান নাই।।৭৩।।

মানবের বিদ্যা, ধন ও জাতিমদাদি প্রতিষ্ঠায় যাহা লাভ হয় না, মুরারিগুপ্তের ন্যায় ভক্তের বাড়ীর কিঙ্করগণের বৈষ্ণবের অনুগ্রহে সেই প্রসাদ-লাভ ঘটিল।।৭৪।।

বৈষ্ণবগৃহের দাস দাসী যত বড় বা যত ছোটই হউন না কেন, বেদের তাৎপর্য যাঁহারা অবগত হইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, বৈষ্ণবের দাসদাসী জগতে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।।৭৫।।

শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রভু নারায়ণ-মূর্তি প্রকাশ করিয়া গরুড়কে আহ্বান করিবামাত্র মুরারি তথায় উপস্থিত হইয়া গরুড়ের ভাবে বিভাবিত হইলেন এবং আপনাকে গরুড়জ্ঞান করিতে লাগিলেন। প্রভুর গরুড়াহ্বানে মুরারির গরুড়োচিত কৈঙ্কর্যের উদয় হইল।।৭৮-৮১।।

প্রভু তাঁহাকে বাহনরূপে অঙ্গীকার করিলেন, মুরারি উহাতে অনুমোদন করেন।।৮৩।।

এই মোর স্কন্ধে প্রভু আরোহণ কর।
আজ্ঞা কর, নিব কোন্ ব্রহ্মাণ্ড-ভিতর?''৮৬।।

গুপ্তস্কন্ধে প্রভুর আরোহণ ও সকলের জয়ধ্বনি—

গুপ্ত-স্কন্ধে চড়ে প্রভু মিশ্রের নন্দন।
'জয় জয়'-ধ্বনি হৈল শ্রীবাস-ভবন।।৮৭।।
স্কন্ধে কমলার নাথ, গুপ্তের নন্দন।
রড় দিয়া পাক ফিরে সকল-অঙ্গন।।৮৮।।
জয়-হুলাহুলি দেয় পতিব্রতাগণ।
মহাপ্রেমে ভক্ত-সব করয়ে ক্রন্দন।।৮৯।।
কেহ বলে,—'জয় জয়', কেহ বলে,—'হরি'।
কেহ বলে,—''যেন এই রূপ না পাসরি।।''৯০।।
কেহ মালসাট্ মারে পরম-উল্লাসে।
'ভালরে ঠাকুর' বলি' কেহ কেহ হাসে।।৯১।।
''জয় জয় মুরারি-বাহন বিশ্বম্ভর।''
বাহু তুলি' কেহ ডাকে করি' উচ্চৈঃস্বর।।৯২।।

প্রভুকে স্কন্ধে লইয়া মুরারির গৃহে ভ্রমণ—

মুরারির স্কন্ধে দোলে গৌরাঙ্গসুন্দর।
উল্লাসে ভ্রময়ে গুপ্ত বাড়ীর ভিতর।।৯৩।।

ভাগ্যহীনের গৌর-লীলায় অবিশ্বাস—

সেই নবদ্বীপে হয় এ সব প্রকাশ।
দুষ্কৃতি না দেখে গৌরচন্দ্রের বিলাস।।৯৪।।

ভক্তিবশ ভগবান্—

ধন, কুল, প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঞী।।৯৫।।
জন্মে জন্মে যে-সব করিল আরাধন।
সুখে দেখে এবে তা'র দাস-দাসীগণ।।৯৬।।

ভগবল্লীলা-দর্শকের, দুষ্কৃতি-সমীপে তদীয় লীলা-দর্শনের কথা বর্ণনেও তাহার তাহাতে অবিশ্বাস—

যে বা দেখিলেক, সে বা কৃপা করি' কয়।
তথাপিহ দুষ্কৃতির চিত্ত নাহি লয়।।৯৭।।
মধ্যখণ্ডে গুপ্ত-স্কন্ধে প্রভুর উত্থান।
সব-অবতারে গুপ্ত—সেবক-প্রধান।।৯৮।।
এ' সব লীলার কভু অবধি না হয়।
'আবির্ভাব-তিরোভাব'—এই বেদে কয়।।৯৯।।

মহাপ্রভুর বাহ্য-প্রাপ্তি ও মুরারি-স্কন্ধ হইতে অবতরণ—

বাহ্য পাই' নাম্বিলা গৌরাঙ্গ মহাধীর।
গুপ্তের গরুড়-ভাব হইল সুস্থির।।১০০।।

প্রভুর গুপ্তস্কন্ধে আরোহণ—নিগূঢ় লীলা—

এ' বড় নিগূঢ় কথা কেহ নাহি জানে।
গুপ্ত-স্কন্ধে মহাপ্রভু কৈলা আরোহণে।।১০১।।

মুরারির প্রতি প্রভুর কৃপাদর্শনে ভক্তগণের প্রশংসা—

মুরারিরে কৃপা দেখি' বৈষ্ণব-মণ্ডল।
'ধন্য ধন্য ধন্য' বলি' প্রশংসে' সকল।।১০২।।
ধন্য ভক্ত মুরারি, সফল বিষ্ণুভক্তি।
বিশ্বম্ভর-লীলার বহনে যা'র শক্তি।।১০৩।।

মুরারির আখ্যান-অনন্ত—

এই মত মুরারি-গুপ্তের পুণ্য কথা।
আর কত আছে, যে কৈলা যথা যথা।।১০৪।।

মুরারির ভগবদবতার-কথা আলোচনা ও ভগবৎ-প্রকটকালে আত্মসংহারেচ্ছায় অস্ত্র-সংগ্রহ—

একদিন মুরারি পরম-শুদ্ধ-মতি।
নিজ মনে মনে গণে অবতার-স্থিতি।।১০৫।।

তথ্য। ভাঃ ১০।৫৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।।৮৪।।

তথ্য। ভাঃ ১০।৬২-৬৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।।৮৫।।

ধনের দ্বারা, অভিজাত্যের দ্বারা, নানাপ্রকার প্রতিষ্ঠাসংগ্রহের দ্বারা কৃষ্ণ লভ্য হন না, কেবলমাত্র সেবাদ্বারাই কৃষ্ণ বাধ্য হন। ভাগ্যহীন জনগণ শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাবিলাস দর্শন করিতে পারে না।।৯৫।।

শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্বক বর্ণন করিলেও ভাগ্যহীন জনগণ তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হন না। ভাগ্যহীনতাই লীলাদর্শনের বাধক।।৯৭।।

"সাঙ্গোপাঙ্গে আছয়ে যাবৎ অবতার।
তাবৎ চিন্তিয়ে আমি নিজ-প্রতিকার।।১০৬।।
না বুঝি কৃষ্ণের লীলা, কখন কি করে।
তখনি সৃজিয়া লীলা, তখনি সংহারে।।১০৭।।
যে সীতা লাগিয়া মরে সবংশে রাবণ।
আনিয়া ছাড়িলা সীতা কেমন কারণ?১০৮।।
যে যাদবগণ নিজ-প্রাণের সমান।
সাক্ষাতে দেখয়ে—তা'রা হারায় পরাণ।।১০৯।।
অতএব যাবৎ আছয়ে অবতার।
তাবৎ আমার দেহত্যাগ প্রতিকার।।১১০।।
দেহ এড়িবার মোর এই সে সময়।
পৃথিবীতে যাবৎ আছয়ে মহাশয়।।"১১১।।
এতেক নির্বেদ গুপ্ত চিন্তি' মনে মনে।
খরসান কাতি এক আনিল যতনে।।১১২।।
আনিয়া থুইলা কাতি গৃহের ভিতরে।
"নিশায় এড়িব দেহ হরিষ-অন্তরে।।"১১৩।।

সর্বভূতান্তর্যামী প্রভুর মুরারির চিত্তবৃত্তি বুঝিয়া তৎ-প্রতিকারার্থ মুরারির গৃহে গমন ও মুরারিকে অস্ত্রত্যাগে অনুরোধ—

সর্বভূত-হৃদয়—ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
মুরারির চিত্তবৃত্তি হইল গোচর।।১১৪।।
সত্বরে আইলা প্রভু মুরারি-ভবন।
সম্ভ্রমে করিল গুপ্ত চরণ-বন্দন।।১১৫।।
আসনে বসিয়া প্রভু কৃষ্ণকথা কয়।
মুরারি গুপ্তেরে হই' পরম সদয়।।১১৬।।
প্রভু বলে,—"গুপ্ত, বাক্য রাখিবা আমার।"
গুপ্ত বলে,—"প্রভু, মোর শরীর তোমার।।"১১৭।।
প্রভু বলে,—"এ-ত সত্য?" গুপ্ত বলে,—"হয়।"
"কাতিখানি দেহ মোরে" প্রভু কাণে কয়।।১১৮।।
"যে কাতি থুইলা দেহ ছাড়িবার তরে।
তাহা আনি' দেহ'—আছে ঘরের ভিতরে।।"১১৯।।
'হায় হায়' করে গুপ্ত মহা-দুঃখ-মনে।
"মিথ্যাকথা কহিল তোমারে কোন্ জনে?"১২০।।
প্রভু বলে,—"মুরারি, বড় ত' দেখি ভোল।
'পরে কহিলে সে আমি জানি'—হেন বোল?১২১।।
যে গড়িয়া দিল কাতি তাহা জানি আমি।
তাহা জানি, যথা কাতি থুইয়াছ তুমি।।"১২২।
সর্ব-অন্তর্যামী প্রভু জানে সর্ব-স্থান।
ঘরে গিয়া কাটারি আনিল বিদ্যমান।।১২৩।।
প্রভু বলে,—"গুপ্ত, এই তোমার ব্যবহার!
কোন্ দোষ আমা ছাড়ি' চাহ যাইবার?১২৪।।
তুমি গেলে কাহারে লইয়া মোর খেলা?
হেন বুদ্ধি তুমি কার স্থানে বা শিখিলা?১২৫।।
এখনি মুরারি মোরে দেহ' এই ভিক্ষা।
আর কভু হেন বুদ্ধি না করিবা শিক্ষা।।"১২৬।।

প্রভুর মুরারিকে ক্রোড়ে ধারণ ও দেহত্যাগে নিষেধ—

কোলে করি' মুরারিরে প্রভু বিশ্বম্ভর।
হস্ত তুলি' দিল নিজ শিরের উপর।।১২৭।।
"মোর মাথা খাও গুপ্ত, মোর মাথা খাও।
যদি আর বার দেহ ছাড়িবারে চাও।।"১২৮।।

ভক্ত-ভগবানের প্রেমাশ্রু-বর্জন—

আথে ব্যথে মুরারি পড়িলা ভূমি-তলে।
পাখালিল প্রভুর চরণ প্রেমজলে।।১২৯।।

একদিন মুরারিগুপ্ত ভগবানের অবতার-সমূহের কথা চিন্তা করিয়া দেখিলেন, যে ভগবদবতারসমূহ লীলা প্রকট করিয়া উহা সঙ্গোপন করেন, রাবণের বংশ ধ্বংস করিয়া সীতা উদ্ধার করত পুনরায় তাঁহাকে পরিহার করেন, প্রাণপ্রতিম যদুকুল ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা করেন; সুতরাং ভগবানের প্রকটকালে তিনি আত্মসংহার ইচ্ছা করিয়া একটি শাণিত অস্ত্র আত্মবিনাশের জন্য সংগ্রহ করিলেন।।১০৫-১১২।।

শ্রীগৌরসুন্দর মুরারির সহিত কৃষ্ণকথা বলিতে বলিতে কৃপান্বিত হইয়া বলিলেন,----'মুরারি, আমার বাক্য পালন কর।' তদুত্তরে মুরারি বলিলেন,----'এই শরীর তোমার।' তখন প্রভু তাঁহার কাণে কাণে বলিলেন, যদি তুমি সত্যকথা বলিয়া থাক, তাহা হইলে যে শাণিত কাটারিখানি ঘরে আনিয়া রাখিয়াছ, তাহা আমাকে দাও।।১১৬-১১৮।।

সুকৃতি মুরারি কান্দে ধরিয়া চরণ।
গুপ্ত কোলে করি' কান্দে শ্রীশচীনন্দন।।১৩০।।

মুরারির প্রতি চৈতন্যদেবের প্রসাদ অজ-ভবাদির প্রার্থনীয়—

যে প্রসাদ মুরারি গুপ্তেরে প্রভু করে।
তাহা বাঞ্ছে রমা, অজ, অনন্ত, শঙ্করে।।১৩১।।

সকল দেবতাই চৈতন্যদেবের আচিন্ত্যভেদাভেদ-প্রকাশ—

এ' সব দেবতা—চৈতন্যের ভিন্ন নহে।
ইঁহারা 'অভিন্ন-কৃষ্ণ'—বেদে এই কহে।।১৩২।।
সেই গৌরচন্দ্র 'শেষ'-রূপে মহী ধরে।
চতুর্মুখরূপে সেই প্রভু সৃষ্টি করে।।১৩৩।।
সংহারে'ও গৌরচন্দ্র ত্রিলোচনরূপে।
আপনারে স্তুতি করে আপনার মুখে।।১৩৪।।
ভিন্ন নাহি, ভেদ নাহি, এ' সকল-দেবে।
এ' সকল-দেব চৈতন্যের পদ সেবে।।১৩৫।।

চৈতন্য-নাম-কীর্তনে অস্ফুট-চেতন পক্ষীরও চিন্ময় ধাম প্রাপ্তি—

পক্ষি-মাত্র যদি লয় চৈতন্যের নাম।
সে-ও সত্য যাইবেক চৈতন্যের ধাম।।১৩৬।।

চৈতন্যবিদ্বেষী চতুর্থাশ্রমীরও সত্যবস্তু-দর্শনে অসামর্থ্য—

সন্ন্যাসীও যদি নাহি মানে' গৌরচন্দ্র।
জানিহ সে দুষ্টগণ জন্ম জন্ম অন্ধ।।১৩৭।।

বাটোয়ারের সহিত নিন্দক সন্ন্যাসীর তুলনা—

যেন তপস্বীর বেশে থাকে বাটোয়ার।
এই মত নিন্দক-সন্ন্যাসী দুরাচার।।১৩৮।।
নিন্দক-সন্ন্যাসী বাটোয়ারে নাহি ভেদ।
দুইতে নিন্দক বড়—'দ্রোহী' কহে বেদ।।১৩৯।।

তথাহি শ্রীমন্নারদীয়ে—

প্রকটং পতিতঃ শ্রেয়ান্ য একো যাত্যধঃ স্বয়ম্।
বকবৃত্তিঃ স্বয়ং পাপঃ পাতয়ত্যপরানপি।।১৪০।।

শ্রুতির পরস্পর ভেদতাৎপর্যের মীমাংসক বেদান্ত-দর্শন বলেন, সকল দেবতা চৈতন্য হইতে অভিন্ন। অচিন্ত্য-ভেদাভেদই বেদান্তের তাৎপর্য। সকল দেবতাই একতাৎপর্যপর হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সেবা করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহারা অভিন্ন। 'সকল দেবতা ভগবানের সেবক নহেন' এই প্রতীতিই ভেদ-জ্ঞাপক। শ্রীচৈতন্য-সেবা ব্যতীত দেবগণের অন্য কোন কার্য না থাকায় তাঁহারা সকলেই শ্রীচৈতন্যদেবের অচিন্ত্যভেদাভেদ-প্রকাশ। যেখানে শ্রীচৈতন্য-বিলাসের মধ্যে দেবগণের প্রতিকূল বিচার বলিয়া দেবান্তর-সেবকগণের ধারণা, সেখানেই তত্ত্ববিরোধ এবং বেদান্তের প্রতিপাদ্য অভেদ-বিচারের সহিত সংঘর্ষ।।১৩২।।

অস্ফুট-চেতন পক্ষীও যদি শ্রীচৈতন্যনাম কীর্তন করে, তাহা হইলে তাহারও চিদ্ধর্মে অবস্থান-প্রযুক্ত পরম মঙ্গললাভ ঘটে। বৈকুণ্ঠ-নাম সাধারণ মায়িক শব্দের ন্যায় ভগবদিতর বস্তুবাচক নহেন। সুতরাং সেই নিরপরাধে উচ্চারিত শব্দ নামাভাস-জাতীয় হওয়ায় পক্ষিগণেরও মুক্তি অবশ্যম্ভাবিনী। মুক্ত আত্মা ভগবানের চিন্ময়ধাম লাভ করেন। সেখানে কোন মিশ্র ধর্ম নাই।।১৩৬।।

বর্ণাশ্রমধর্মের পরম উন্নত শিখরে তুর্যাশ্রম অবস্থিত। তাদৃশ আশ্রমী সন্ন্যাসীও যদি গৌরবিদ্বেষী হন, তাহা হইলে জন্ম জন্ম তিনি অন্ধ হইয়া সত্য-বস্তু-দর্শনে অসমর্থ হন। গৌরবিদ্বেষী যতিগণ দুরাচার-পরায়ণ। কপট বাটপাড় দুষ্টগণ তপস্বীর বেষেই শ্রীগৌরসুন্দরের নিন্দা করিয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের সাধুবেশের বহুমানন করিতে হইবে না। গৌরনিন্দক সন্ন্যাসী বাটপাড় দস্যু অপেক্ষাও ঘৃণ্য।।১৩৭।।

আশ্রমচতুষ্টয়ে ব্রাহ্মণেরই অধিকার। ক্ষত্রিয়াদির বানপ্রস্থাধিকার। সন্ন্যাস----নরোত্তম ও ধীর ভেদে দ্বিবিধ। বৈদিক বিধি পালন করিয়া যে সন্ন্যাস গৃহীত হয়, তাহাকে ত্রিদণ্ড-গ্রহণ বলে। বিধির অতীত পরমহংস-আশ্রমের অনুকূলে একদণ্ড-সন্ন্যাসের ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণাচার শ্লথ হইয়া পড়ে। শূদ্রাচারে বৈদিক সংস্কার নাই। শূদ্রাচার-সম্পন্ন তপোবেশোজীবী যদি প্রতিগ্রহ করিবার বাসনায় ধাবিত হয়, তাহা হইলে উহা পুনরায় শূদ্রাচারে পরিণত হয়। ত্রিদণ্ড যাহাদের উপজীবিকা, তাহারা 'ভণ্ড' নামে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। উহারা উত্তমাসন লাভ করিয়াও ধর্মের তাৎপর্য জানিতে না পারায় অধর্মকে 'ধর্ম' বলিয়া প্রচার করে। মায়াবাদী একদণ্ডিগণ শূদ্রাচার-সম্পনন্নহওয়ায় পরমহংসধর্ম হইতে বঞ্চিত হন। সেইকালে শূদ্রগণের যে প্রকার প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ, সে প্রকার প্রতিগ্রহ-বাসনায় ধাবিত হইলে 'তপোবেশোপজীবি মাত্র' বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়। ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসিগণের সংস্কার

হরন্তি দস্যবোঽকুট্যাং বিমোহ্যাস্ত্রৈর্নৃণাং ধনম্।
চারিত্রৈরতিতীক্ষ্ণাগ্রৈর্বাদৈরেবং বকব্রতাঃ।।১৪১।।

তথাহি শ্রীভাগবতে (১২।৩।৩৮)—

শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি তপোবেশোপজীবিনঃ।
ধর্মংবক্ষ্যন্ত্যধর্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্।।১৪২।।

ভালরে আইসে লোক তপস্বী দেখিতে।
সাধুনিন্দা শুনি' মরি' যায় ভাল-মতে।।১৪৩।।

সাধুনিন্দা-শ্রবণে তূষ্ণীম্ভাব-ধারণকারীর অধঃপাত—

সাধুনিন্দা শুনিলে সুকৃতি হয় ক্ষয়।
জন্ম জন্ম অধঃপাত—বেদে এই কয়।।১৪৪।।

পূর্ণমাত্রায় অবস্থান করে। সে কালে তাঁহাদের আশ্রমে অবস্থান সম্পূর্ণরূপে বৈদিক অনুষ্ঠান বলিয়া গৃহীত হয়। সংস্কারবর্জিত শূদ্রাচারে প্রতিগ্রহ করা অধর্মানয়ন মাত্র। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়াভিমান এবং ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমচতুষ্টয়াভিমানে যে সকল তপস্যা, পরিচ্ছদ এবং জীবিকা বর্তমান, ত্রিদণ্ডিবিষ্ণুসেবকগণের সেই প্রকার কোন অভিমান নাই। তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণব্রুব, ক্ষত্রিয়ব্রুব, বৈশ্যব্রুব বা শূদ্রব্রুব সংজ্ঞায় অভিহিত করেন না। তাঁহারা বর্ণাতীত। তাঁহারা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু—এই আশ্রম-চতুষ্টয়ে প্রতিপাল্য সকলবিধি ভগবৎসেবনোদ্দেশে নিযুক্ত করায় ভোগময় জগতের তপস্যা, বেষ বা নিজ প্রাণধারণের উপজীবিকা প্রভৃতিতে আবদ্ধ নহেন। তাঁহারা শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রকথিত ''আরাধিতো যদি হরিঃ'' শ্লোক পাঠ করিয়াছেন, সুতরাং তপস্যার প্রতি নিয়মাগ্রহ' প্রকাশ বা 'নিয়ম-অগ্রহ' প্রকাশ করিয়া হরি-আরাধনাতেই বৈমুখ্য প্রদর্শন করেন না। বাহ্য বেশের প্রতি তাঁহাদের কোন আদর নাই। গৃহস্থের বেশ তাঁহাদের সম্মানের লাঘব করে না। সন্ন্যাসীর বেশে তাঁহারা আপনাদিগকে উন্নত বলিয়া অভিমান করেন না, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের জীবিকার ন্যায় তাঁহাদের নিজজীবন-ধারণের জন্য কোন চেষ্টাই নাই। তাঁহারা বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবার জন্যই অর্জন করিয়া থাকেন। কিন্তু নিজ-সেবার জন্য ব্রাহ্মণাদির ন্যায় বৃত্তিজীবিমাত্র হন না। ব্রাহ্মণাচার-বর্জিত হইয়া অপরের দান-গ্রহণ-দ্বারা নিজের জীবিকার্জনকে আধোগমনের হেতু জানিয়া কোন বিষ্ণুসেবক নিজ উদরের জন্য বা ভোগের জন্য কোন দ্রব্যের প্রতিগ্রহ করেন না। কিন্তু বৃত্তিজীবিগণ ত্রিদণ্ডকে আশ্রয় করিয়া নিজ ব্যবহারোপযোগী সকল বিষয় ভোগ করিতে করিতে রাবণাদির ন্যায় কপট তপোবেশাভিনিবেশ প্রদর্শন করেন। অতপস্বী অপেক্ষা তপস্বীর শ্রেষ্ঠতা বেদশাস্ত্র ও লোকাচারে প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু তপস্যার ছলনায় বেশাদিগ্রহণে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণপরতা জীবকে বর্ণধর্মে ও আশ্রমধর্মে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া ভগবদ্বিমুখ করে। সুতরাং 'উত্তমাসনে আরূঢ়' অভিমানে অধর্মজ্ঞ জনগণ মায়াবাদ প্রচারমুখে যে সমস্ত ধর্মার্থকামমোক্ষের কথা বলিয়া থাকেন, উহা শূদ্রোচিত দানগ্রহণ-পিপাসা মাত্র এবং তপোবেশোপজীবীর গৃহীত কপটতা মাত্র। উহাই শূদ্রাচার এবং সেইরূপ শূদ্রাচারই কলিজনোচিত। ইহারাই গৌরসুন্দরের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া বাটপাড়ের ন্যায় কার্য করে এবং শুদ্ধ গৌরভক্তগণকে আক্রমণ করিয়া নরকাভিযানে প্রবৃত্ত হয়। বাটপাড়গণ এইপ্রকার মায়াবাদী সন্ন্যাসী শূদ্রগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কলিযুগে বিবাদ-ধর্ম আশ্রয় করিয়া আপনাদিগকে শূদ্রেতরজ্ঞানে যে তপোবেশোপজীবিকার আশ্রয়ে 'ধর্মোপদেশক' বলিয়া কপটাভিমান, ঐগুলি কলির প্রচণ্ডনৃত্য মাত্র। তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবত অন্তিম স্কন্ধে এই ঘৃণ্য আচারের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত (৭ম স্কন্ধ ১৩শ অঃ ৩২ শ্লোকের) বিচার উল্লঙ্ঘন করিয়া যে-সকল বর্ণব্রুবাভিমানিজন বিপথগামী হন, তাঁহাদিগের উদ্দেশেই এই শ্লোকের অবতারণা।।১৩৯।।

অন্বয়। যঃ প্রকটং (দৃশ্যতঃ প্রত্যক্ষং যথা স্যাৎ তথেত্যর্থঃ) পতিতঃ (ধর্মভ্রষ্টঃ ভবতি), স শ্রেয়ান্ (বরং, তেন ন কিয়ান্ আয়াতি যাতি) (যতঃ সঃ) একঃ স্বয়ং (একাকী) অধঃ (নরকং) যাতি (গচ্ছতি)। অপি (পরন্তু) বকবৃত্তিঃ (বকস্য ইব বৃত্তিঃ বর্তনং যস্য সঃ কপটাচারী) স্বয়ং (মূর্তিমান্) পাপঃ (পাপিষ্ঠঃ জনঃ) অপরান্ (অন্যান্ জনান্ নরকং) পাতয়তি (চালয়তি)।।১৪০।।

অনুবাদ। প্রত্যক্ষ পতিত ব্যক্তি বরং ভাল, কারণ সে নিজে একাকী অধোগমন করে; কিন্তু বকধার্মিক পাপিষ্ঠ ব্যক্তি নিজেকে এবং অপরকেও নরকে পতিত করে।।১৪০।।

অন্বয়। দস্যবঃ (দস্যুজনাঃ) অকুট্যাং (নির্জনপ্রদেশে) অস্ত্রৈঃ বিমোহ্য (মোহয়িত্বা) নৃণাং (নরাণাং) ধনং হরন্তি (লুণ্ঠন্তি)। এবং (অনেন প্রকারেণ) বকব্রতাঃ (কপটাচারিণঃ) চারিত্রৈঃ (চরিত্র—প্রদর্শন-ছদ্মভিঃ) অতিতী ক্ষ্নাগ্রৈঃ (মর্মভেদিভিঃ) বাদৈঃ (বাক্যৈঃ চ নৃণাং ধনং হরন্তি)।।১৪১।।

বাটোয়ারে সবে মাত্র এক জন্মে মারে।
জন্মে জন্মে ক্ষণে ক্ষণে নিন্দকে সংহারে'।।১৪৫।।

সাধারণ দস্যু অপেক্ষা বৈষ্ণববিদ্বেষী অনন্তগুণে অধিক পাপিষ্ঠ—

অতএব নিন্দক-সন্ন্যাসী—বাটোয়ার।
বাটোয়ার হৈতেও অনন্ত দুরাচার।।১৪৬।।

নিন্দক কৃষ্ণের অপ্রিয়—

আব্রহ্ম-স্তম্বাদি সব কৃষ্ণের বৈভব।
'নিন্দামাত্র কৃষ্ণ রুষ্ট' কহে শাস্ত্র সব।।১৪৭।।

অনিন্দকের একবার কৃষ্ণনামোচ্চারণেই ভগবদনুগ্রহ লাভ—

অনিন্দক হই' যে সকৃৎ 'কৃষ্ণ' বলে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে।।১৪৮।।

চতুর্বেদীরও বিষ্ণুবৈষ্ণব-নিন্দা-ফলে কুম্ভীপাকে গমন—

চারি-বেদ পড়িয়াও যদি নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম কুম্ভীপাকে ডুবিয়া সে মরে।।১৪৯।।

আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-বাসনায় ভাগবত কথক-পাঠকের জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দ-নিন্দাকালে সর্বনাশ—

ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে হইবে সর্বনাশ।।১৫০।।

নিন্দকের গৌরলীলা-বিলাসে অবিশ্বাস—

এই নবদ্বীপে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ।
না মানে' নিন্দক-সব সে সত্য বিলাস।।১৫১।।

চৈতন্য-বিমুখ বা কপট ভাগবত-পাঠকের সঙ্গ পরিবর্জনপূর্বক শুদ্ধ চৈতন্যদাসগণের সঙ্গই বাঞ্ছনীয়—

চৈতন্য-চরণে যার আছে মতি-গতি।
জন্ম জন্ম হয় যেন তাঁহার সংহতি।।১৫২।।

চৈতন্য-বিমুখ অষ্টাঙ্গ-যোগীর বদনও অদৃশ্য—

অষ্ট সিদ্ধিযুক্ত—চৈতন্যেতে ভক্তিশূন্য।
কভু যেন না দেখোঁ সে পাপী হীন-পুণ্য।।১৫৩।।

অনুবাদ। দস্যুগণ নির্জন প্রদেশে অস্ত্রাদিদ্বারা মোহ বা ভয় উৎপাদন করিয়া লোকের ধন অপহরণ করে। বকব্রতগণ মর্মভেদী বাক্যের দ্বারা লোকের মোহ উৎপাদন পূর্বক তাহাদের ধন হরণ করিয়া থাকে।।১৪১।।

অন্বয়। শূদ্রাঃ তপোবেষোপজীবিনঃ (তপোবেষেণ তপোবেষ-ধারণেন উপজীবন্তীতি সাধুবেশধারণেন জিবিকানির্বাহিণঃ সন্তঃ) প্রতিগ্রহীষ্যন্তি (গৃহস্থেভ্যঃ ধনং গ্রহীষ্যন্তি), অধর্মজ্ঞাঃ (ধর্মজ্ঞানহীনাঃ) উত্তমম্ আসনম্ অধিরুহ্য (আরুহ্য) ধর্মং বক্ষ্যন্তি (প্রচারয়িষ্যন্তি)।।১৪২।।

অনুবাদ। (কলিতে) শূদ্রগণ তপস্যার বেষকে উপজীবিকা করিয়া দানাদি গ্রহণ করিবে। ধর্ম-বিষয়ে অজ্ঞগণ আচার্যের আসনে অধিরোহণ করিয়া ধর্ম উপদেশ করিবে।।১৪২।।

অনেকে সমন্বয়-বাদের ছলনায় সাধু-গুরু বৈষ্ণবের নিন্দা শ্রবণ করিয়াও তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে। তাহারা বহুজন্ম অধঃপাতে পতিত হয়। তাঁহাদের সকল সৌভাগ্য ক্ষীণ হইয়া পড়ে। "নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা। ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্যুতঃ।।"

(ভক্তিসন্দর্ভ ২৬৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।।১৪৪।।

সাধারণ দস্যুগণ তাহাদের কৃতকর্মের ফলে প্রায়শ্চিত্তকালাবধি ক্লেশ ভোগ করে, কিন্তু নৈসর্গিক পাপিষ্ঠগণ বৈষ্ণববিদ্বেষ করিয়া----বিষ্ণুবিদ্বেষ করিয়া প্রতি মূহূর্তেই অনন্তকাল ক্লেশ পাইবার অধিকারী হয়। তাহাদের দুষ্প্রবৃত্তি অনুক্ষণ ভগবান্ ও ভক্তের নিন্দা-হেতু তাহাদিগকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করায়।।১৪৫।।

সাধুদিগের নিন্দা পরিত্যাগ করিয়া যিনি একবারমাত্রও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, তিনি অনায়াসে ভগবদনুগ্রহ লাভ করেন। কিন্তু নামাপরাধী সাধু-নিন্দা করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধ করে এবং গুরুনিন্দা করিয়া ভগবচ্চরণে অপরাধী হয়। ক্রমে ভগবন্নিন্দা করিয়া ভগবন্নামের ফল প্রেমা লাভ করা দূরে থাকুক, অষ্টপাশবদ্ধ হইয়া নামাপরাধের ফলে ধর্ম, অর্থ ও কাম পর্যন্তও লাভ করিতে অসমর্থ হয়।।১৪৮।।

মুরারিগুপ্তকে সান্ত্বনাপূর্বক প্রভুর স্বগৃহে গমন—

মুরারি গুপ্তেরে প্রভু সান্ত্বনা করিয়া।
চলিলা আপন-ঘরে হরষিত হৈয়া।।১৫৪।।

মুরারিগুপ্তের প্রভাব-বর্ণনে গ্রন্থকারের অসামর্থ্য জ্ঞাপন—

হেনমতে মুরারি গুপ্তের অনুভাব।
আমি কি বলিব, ব্যক্ত তাঁহার প্রভাব।।১৫৫।।

গ্রন্থকারের নিত্যানন্দ-প্রসাদে বৈষ্ণবের মহিমা-জ্ঞান-লাভ—

নিত্যানন্দ-প্রভু-মুখে বৈষ্ণবের তথ্য।
কিছু কিছু শুনিলাম সবার মাহাত্ম্য।।১৫৬।।

গ্রন্থকারের আশাবন্ধ—

জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ হউ মোর পতি।
যাঁহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে রতি।।১৫৭।।

জয় জয় জগন্নাথমিশ্রের নন্দন।
তোর নিত্যানন্দ হউ মোর প্রাণধন।।১৫৮।।

মোর প্রাণনাথের জীবন বিশ্বম্ভর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর।।১৫৯।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ-যুগে গান।।১৬০।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে মুরারিগুপ্ত প্রভাব-বর্ণনং নাম বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

পাপিষ্ঠজনগণ অপরাধক্রমে আপনাদিগকে চতুর্বেদী অগ্নিহোত্রী প্রভৃতি অভিধানে অভিহিত করিয়াও বিষ্ণুবৈষ্ণব-নিন্দাক্রমে প্রত্যেক জন্মের পরই কুম্ভীপাক-নরকে পতিত হইয়া বিষম ক্লেশ ভোগ করে। তখন তাহাদের চতুর্বেদ-অধ্যয়ন নরক যন্ত্রণারই কারণ হয় এবং বৈষ্ণববিদ্বেষই মুখ্য সামগানের উদগাতা হইয়া পড়ে।।১৪৯।।

অনেক ভাগবত-কথক ও পাঠক ভগবান্ ও ভক্তের নিন্দা করিয়া নিজ উপার্জন ও ইন্দ্রিয়তর্পণ অবাধে চালাইবার জন্য ভাগবতের তাৎপর্য বিকৃত করিয়া জগতে জঞ্জাল উপস্থিত করে এবং আত্মবিনাশ সাধন করে। তাহারা বৈষ্ণব-গুরুর পাদপদ্ম পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে অপরাধী মায়াবাদী, জ্ঞানী, কর্মী, অন্যাভিলাষীকে স্বীয় গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজেরাও ভগবৎ-ভাগবত-কৃপা-লাভে চিরবঞ্চিত হয় এবং তৎসঙ্গে জগতের বহু ব্যক্তির সদ্ধর্মানুগমনে বাধা দিয়া তাহাদিগকে সংসারের ক্লেশ ভোগ করায়।।১৫০।।

কপট ভাগবত-পাঠকের বা কথকের সঙ্গ পরিবর্জন করিয়া শ্রীচৈতন্যের অকৃত্রিম দাসগণের সঙ্গই জন্মে জন্মে মনুষ্যের প্রার্থনীয়। চৈতন্য-বিমুখ মায়াবাদীর সঙ্গ আদৌ প্রয়োজনীয় নহে।।১৫২।।

ক্ষীণ-পুণ্য পাপিষ্ঠ----চৈতন্য-সেবাবিমুখ। সাধারণ বিচারে তিনি যদি অষ্টাঙ্গ যোগে সিদ্ধ বলিয়াও পরিচিত হয়, তথাপি সে পাপিষ্টের মুখ দর্শন করিতে নাই। শ্রীচৈতন্যের প্রিয়তম দাসই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অভিন্ন হৃদয় বৈষ্ণব সাধুগণই অষ্টসিদ্ধি-ধিক্কারী। তাঁহারাই শুদ্ধ বৈষ্ণবের গুরুবর্গ। ইতর লঘু সম্প্রদায়ে বাহ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাহাদের সঙ্গ হইতে দূরে অবস্থানই প্রধান প্রয়োজনীয়।।১৫৩।।

গ্রন্থকার আশাবন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের পাদপদ্ম চিত্তে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেন। তাঁহার সদোপাস্য বিগ্রহ----শ্রীগৌরসুন্দরে।।১৫৯।।

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।